কোপেনহেগেন'এ গনসংগ্রাম এবং
Accord of Discord

১. কোপেনহেগেন সম্মেলন

অতি সম্প্রতি (ডিসেম্বর ৭- ডিসেম্বর ১৯, ২০০৯) ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন এ অনুষ্ঠিত হল জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারনী সম্মেলন। জলবায়ু পরিবর্তনের আশু বিপর্যয় হতে জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কর্মকান্ড চালু রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী বৈশ্বিক কর্মকাঠামো ও চুক্তি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রায় ১৯৩টি দেশের সরকারী বেসরকারী প্রতিনিধি ও নেতৃবর্গ সমবেত হয়েছিলেন এ সম্মেলনে। এটি ছিল জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের ১৫তম সম্মেলন।

কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনকে ঘিরে সবারই প্রত্যাশা ছিল ভিন্নমাত্রার। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকল পরবর্তী চুক্তি প্রণয়ন ছাড়াও **"বালি রোডম্যাপ"** অনুসারে দীর্ঘমেয়াদী কর্মকাঠামো প্রণয়নের বিষয়টি অনেক আগে থেকেই উচ্চারিত হয়ে আসছিল। ২০০৭ এর ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ১৩তম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বালি হতে কোপেনহেগেন পর্যন্ত আলোচনা পর্যালোচনা চালু রাখা ও সকল দেশের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ভবিষ্যত চুক্তির Text প্রণয়নের জন্য দুটি ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রণয়ন করা হয়; যেমন: (১).এড হক ওয়ার্কিং গ্রুপ - কিয়োটো প্রটোকল (২). এড হক ওয়ার্কিং গ্রুপ - লংটার্ম কো-অপারেটিভ অ্যাকশন।

বালি ও কোপেনহেগেন সম্মেলন মধ্যবর্তী দুইবছর এ ওয়ার্কিং গ্রুপ দুটির সক্রিয় নেতৃত্বে একধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত বৈঠকে অংশগ্রহনকারী দেশসমূহ ঐক্যমতের ভিত্তিতে চুক্তির খসড়া Text প্রণয়ন করে আসছিল, যা কোপেনহেগেন সম্মেলনে চূড়ান্ত আইনী চুক্তিতে পরিণত হওয়ার কথা ছিল।

২. নেগোসিয়েশন থেকে প্রত্যাশা

বালি থেকে কোপেনহেগেন পযর্ন্ত নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়ায় প্রধান বিষয়গুলো ছিল;

- প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য অর্থাৎ ২০১২ - ২০১৭ অথবা ২০২০ সাল পর্যন্ত কিয়োটো প্রটোকল প্রণয়ন
- বালি প্লান ও অ্যাকশন (Bali plan of Action)অনুসারে চারটি প্রধান ব্লকে/ক্ষেত্রে চুক্তি প্রণয়ন; ক্ষেত্র গুলো হল;
  - ক. গ্রীন হাউজ নিঃসরন কমানো; Mitigation
  - খ. জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানো অর্থাৎ Adaptation
  - গ. Mitigation এবং Adaptation সহায়ক প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হস্তান্তর
  - ঘ. Mitigation এবং Adaptation এর জন্য অর্থায়ন

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশান (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিকভাবে দায়ী উন্নতদেশ সমূহকেই (Annex -1 ভুক্ত দেশ) 'গ্রীন হাউজ গ্যাস' নিঃসরনের মাত্রা কমানোর জন্য বাধ্যতামুলক করা হয়। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার জন্য উন্নত দেশ কতৃক স্বল্পোন্নত দেশকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রযুক্তি সহায়তার তাগিদ দেয়া হয়।

গ্রীন হাউজ গ্যাস এর নিঃসরন মাত্রা কমানো ও অভিযোজন অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক দাবীগুলো ছিলঃ

- ১৯৯০ সালের পর্যায় হতে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরন ২০২০ সালের মধ্যে ৪০-৪৫ শতাংশ হ্রাস
- গ্রীন হাউজ গ্যাস এর ঘনত্ব ৩৫০ পি.পি.এম এ সীমিত রাখা এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রী সে. এর নীচে রাখা
- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি ২০১৫ সাল এর পরে বাড়তে না দেয়া
- অভিযোজন তহবিল হিসেবে উন্নত দেশের জিএনপি'র ১.৫% প্রদান এবং এ তহবিলে স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু ঝুকিগ্রস্থ

দেশের Preferential Access প্রদান।

- প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি বাজার ব্যবস্থাপনা ও "Intellectual Property Rights" এর আওতার বাহিরে রাখা।

৩. Accord of Discord

জলবায়ু সম্মেলনকে ঘিরে উল্লেখিত প্রত্যাশার বিপরীতে এ সম্মেলন থেকে অর্জনের বিষয়টি বিরাট এক প্রশ্ন । এ সম্মেলনে প্রত্যাশিত ন্যায্যতা ও সমতা ভিত্তিক চুক্তি প্রণয়নের পরিবর্তে "Copenhagen Accord" এর নামে কতিপয় দেশের এক ধরণের "Compromised Text" চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সহ অন্যান্য উন্নত দেশ ও অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহনে ২৬টি দেশের সম্পৃক্ততায় সম্মেলনের প্রায় শেষ ভাগে "Copenhegen Accord" সম্মেলনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মিটিং "মিটিং অব দ্যা পার্টিস" এ (MOP) – অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। সম্মেলনের সর্বোচ্চ মিটিং এ মাত্র ২৬টি দেশের সম্পৃক্ততায় প্রণীত দলিল অন্য সকল দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ভাবেই অগনতান্ত্রিক এবং প্রক্রিয়াটি জাতিসংঘের চিরায়ত প্রথা ও নীতিবিরুদ্ধ। জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সর্বোতভাবেই " Bottom up সিদ্ধান্ত হয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে।

"Copenhagen Accord" কে উন্নত দেশগুলোর ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে আখ্যা দিয়ে সাউথ আমেরিকাভুক্ত দেশসমূহ বিশেষ করে বলিবিয়া, কিউবা, নিকারাগুয়া, ভেনিজুয়েলা এবং সুদান ইত্যাদি দেশ এ Accord সরাসরি প্রত্যাখান করে। Accord এর পক্ষে বিপক্ষে প্রায় ২৩ ঘন্টা তর্ক বিতর্ক ও অচলাবস্থার পর ১৯ ডিসেম্বর এটাকে সম্মেলনের একটি "Note" হিসেবে গ্রহন করা হয়।

৪. Copenhagen Accord এর সারবস্তু

- গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরন কমানোর কোন পরিমানগত সংখ্যা ও এর সময়সীমার উল্লেখ নেই। এতে বলা হয়েছে যে, Annex 1 ভুক্ত দেশগুলো একক বা যৌথভাবে ২০২০ সালের মধ্যে যে পরিমান গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরন কমাবে তার লক্ষমাত্রা নির্ধারন পুর্বক ৩১শে জানুয়ারী ২০১০ সালের মধ্যে UNFCCC সচিবালয়ে দাখিল করবে। অর্থাৎ দেশসমূহ তাদের গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরন টার্গেট নিজেরাই ঠিক করবে। বাধ্যতামুলক ভাবে ৪০ - ৪৫% গ্যাসের নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বলতে আর কিছুই থাকবে না। এবং এ ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট ভিত্তিবছরও নির্ধারন করা হয়নি।

- উন্নয়নশীল দেশসমুহের জন্য বাধ্যতামুলক কার্বন নিঃসরণের টার্গেট থাকবে না। নন-অ্যানেক্স ভুক্ত এ সমস্থ দেশ তাদের জাতীয় সক্ষমতা ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের প্রেক্ষপট বিবেচনায় কার্বন হ্রাস মুলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করবে; যা হবে ভলন্টারী ভিত্তিক। স্বল্পোন্নত দেশ সমুহ ও প্রযুক্তি ও অর্থ সহায়তার বিনিময়ে ভলন্টারী ভিত্তিতে কার্বন নিঃসরন মুলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন করতে পারে।

  উন্নয়নশীল দেশসমুহ স্বেচ্চায় যে পরিমান গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরনে সম্মত হবে তার বাস্তবায়ন তথ্য প্রতিবেদন আকারে National Communication প্রতি দুই বছর অন্তর UNFCCC সচিবালয়ে পেশ করবে। উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক এ প্রতিবেদন জাতীয় ভাবে নিরুপন ছাড়াও আন্তর্জাতিক ভাবে পর্যালোচনা, বিশ্লেষন ও ভেরিফিকেশনের সুযোগ থাকবে। আন্তর্জাতিক ভাবে যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দেশটির সার্বভৌমত্ব যেন লংঘিত না হয় সে দিকটি বিশেষ বিবেচনায় রাখা হবে।

- গ্রীন হাউজ গ্যাসের নির্গমন কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বন সংরক্ষনসহ অন্যান্য বাজার নির্ভর কর্মকান্ড সম্প্রসারনে জোর দেওয়া হবে। কোন দেশ তার নিজ দেশে কি পরিমান কার্বন নিঃসরন কমাবে (Emission Reduction in Domistic level) তার কোন লক্ষ্যমাত্রা বা এ ধরণের প্রচেষ্ঠার বিষয়টি Accord এর কোথাও নেই।

- অর্থায়নের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, উন্নত দেশসমুহ সম্মিলিতভাবে ২০১০-২০১২ এই তিন বছরে বছর প্রতি ১০বি: অর্থ সহায়তা প্রদান করবে। এ অর্থ জলবায়ু অভিযোজন, কার্বন হ্রাস ও বন সংরক্ষণমুলক কর্মকান্ডে সমতার ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

- এ তহবিল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্টান সমুহের মাধ্যমে ব্যয় করা হবে। অভিযোজন তহবিল প্রাপ্তিতে স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র সমুহকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তবে ২০১২ সালের পর অভিযোজন তহবিলের পরিমান কি হবে তার সুস্পষ্ঠ উল্লেখ নেই।

জলবায়ু সমঝোতার ক্ষেত্রে UNFCCC এর বিভিন্ন দলিলে উল্লেখিত Polluter pay Exploiter pay Principle এবং Historical Responsibility of the Annex-1 countries ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়ে Copenhagen এ যে Accord প্রণয়ন করা হয়েছে তা অন্যায্য এবং এটি উন্নত ও অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশের ষড়যন্ত্রের ফসল।

৫. CoP15 এ বাংলাদেশের অবস্থান

আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক সমঝোতায় কোন একক দেশের সাফল্য বা ব্যর্থতার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করে বলার কোন সুযোগ নেই। সমঝোতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জি-৭৭ এবং চায়না ব্লক ভুক্ত হওয়ায় সমঝোতায় বাংলাদেশের এজেন্ডা/দাবীসমূহ জি-৭৭ এবং চায়না ব্লকের সাথে সঞ্জাতিপূর্ণ ছিল। তবে সম্মেলনের শুরু থেকেই বিভিন্ন সাইট ইভেন্ট ও সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকিগ্রস্ততার বিষয়টি আন্তর্জাতিক অংগনে তুলে ধরছে এবং এতে অনেকটা সফলও হয়েছে। সম্মেলনের শেষ দিনগুলোতে জি-৭৭ ভুক্ত অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশসমুহের সাথে স্বল্পোন্নত দেশসমুহের (পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে) অবস্থানের পার্থক্য স্পষ্টতর হওয়ায় বাংলাদেশ LDC গ্রুপকে শক্তিশালী করতে সচেস্ট হয়। বস্তুত বাংলাদেশের প্রচেষ্ঠার কারণে LDC ভুক্ত দেশ সমুহ Lesotho এর সভাপতিত্বে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয় এবং LDC এর জন্য পৃথক অবস্থানপত্র প্রণয়ন করে।

LDC ভুক্ত দেশগুলোর Common position সমর্থনের পাশাপাশি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে স্থানচ্যুতদের জন্য পৃথক প্রটোকল ও এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পূণর্বাসনের দাবি বিভিন্ন মহলে তুলে ধরেছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃস্ট দুর্যোগ ও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপুরনের দাবী জানিয়েছে।

বাংলাদেশের ডেলিগেটরদের অন্যতম সীমাবদ্ধতা ছিল দেশের পক্ষে কোন স্টল বা অফিস না থাকা এবং বিশাল ডেলিগেটর বহরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। এ ধরণের সমন্বয়হীনতা এনজিও এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে।

৬. বিকল্প জনগনের সংগ্রাম

UNFCCC এর সম্মেলনের পাশাপাশি জলবায়ু সুরক্ষায় নাগরিক সমাজ কতৃক আয়োজিত সভা সেমিনার ইত্যাদি ছিল খুবই অর্থবহ। বিশ্বের নাগরিক সমাজ ও এনজিও নেতৃবর্গ Klimaforam 09'এ প্লাটফর্মের আওতায় সপ্তাহব্যাপী বিকল্প মতামত উপস্থাপন, সভা-সেমিনার ও জলবায়ু সুরক্ষার আন্দোলন সংগ্রামে তৎপর ছিল। এ সমস্থ সভা সেমিনারের মাধ্যমে সমতা ও ন্যায্যতা ভিত্তিক চুক্তি প্রণয়নে উন্নত দেশের উপর চাপ প্রয়েগে অব্যাহত ছিল।

Klimaforam এর মাধ্যমে বিশ্বের নাগরিক সমাজের পক্ষ হতে বছরব্যাপী প্রক্রিয়ায় তৈরী করা যে দাবীগুলো তুলে ধরা হয় সেগুলো হল:

ক. আগামী ৩০ বছরের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানী নির্ভরতা সম্পুর্নরূপে কমিয়ে ফেলা এবং ২০২০ সালের মধ্যে উন্নতদেশ কতৃক কার্বন নিঃসরন ১৯৯০ এর পর্যায হতে ৪০ শতাংশ হ্রাস
খ. উন্নত দেশ কতৃক উন্নয়নশীল দেশের প্রাপ্য জলবায়ু ও কার্বন দেনা শোধ
গ. বন উজাড় এখনই বন্ধ করা
ঘ. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাজার নির্ভরতা, কার্বন বানিজ্য, ইত্যাদি বন্ধ করা
ঙ. কার্বন নিঃসরনের উপর করারোপ
চ. জলবায়ু অর্থায়ন ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রমে বহুজাতিক কোম্পানী ও আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমুহকে সম্পুর্নরুপে বিরত রাখা।

৭. ইক্যুইটিবিডি'র তৎপরতা

উল্লেখ্য যে ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ Klimaforam কতৃক আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট ও আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে। ইক্যুইটিবিডি , সাপ্তাহিক ও সি এস আর এল যৌথভাবে "জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুকি ও বাংলাদেশ" শীষক সপ্তাহব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ইক্যুইটিবিডি, স্যাপী ও এলডিসি ওয়াচ যৌথভাবে দুইটি সাইড ইভেন্টেরও আয়োজন করে; সেগুলো হল ১. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে বাধ্যতামুলক ভাবে স্থানান্তরিতদের জন্য পৃথক

প্রটোকল দাবী ২. জলবায়ু বিপন্নতা ও স্বল্পোন্নত দেশ। যেখানে গ্রীনপীস ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক সহ জুবিলী সাউথ, অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল, এল ডি সি ওয়াচ, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে চিত্র প্রদর্শনীটি ব্যাপক জনগনের দৃষ্টি আকর্ষন করে, সেখানকার গনমাধ্যমে এ সম্পর্কিত সংবাদ প্রচারিত হয়, বিশেষ করে Klimaforam এর কর্মসুচীর বই এর ৮টি ছবি মধ্যে ৪টি ছবি ছিল এই চিত্র প্রদর্শনীর।

৮. ১২ ও ১৬ ডিসেম্বরের গনমিছিল "Reclaiming People's Power"

জনগনের এ সম্মেলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১২ডিসেম্বর ও ১৬ডিসেম্বর এর গনসমাবেশে যেখানে প্রায় লক্ষ লক্ষ জনতা বিশ্ব নেতৃত্বের প্রতি তাদের অনাস্থা ও অন্যায্য জলবায়ু চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। হাজার হাজার লোক কারাবরণ করে; যাদের মধ্যে এখনো অনেকেই কারাবন্দী অবস্থায় রয়েছে।

জনগনের সংগ্রাম ক্রমে তীব্রতর হতে থাকলে "বেলা সেন্টার" এ নাগরিক সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধিদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত ও পরবর্তিতে নিষিদ্ধ করা হয়। যা সম্পুর্নরূপেই স্বেচ্ছাচারিতার সামিল। Host country কতৃক এহেন অগনতান্ত্রিক আচরন ও দমন-পীড়নের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি; পাশাপাশি জলবায়ু চুক্তির ন্যায্যতার দাবীতে আন্দোলন করতে গিয়ে যারা কারাবন্দী হয়েছেন তাদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করছি।

৯. ভবিষ্যতের জন্য পরামর্শ

জলবায়ু সমঝোতায় ন্যায্যতা ও সুবিচারের আন্দোলন প্রতিষ্ঠা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। কোপেনহেগেন সম্মেলনে ধনী দেশগুলো কতৃক একতরফা ভাবে চাপিয়ে দেয়া Accord কারোরেই কাম্য ছিলনা।
একটি ন্যায্য যৌক্তিক বহুপাক্ষিক জলবায়ু চুক্তি প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকার ও নাগরিক সমাজ সম্মিলিত ভাবে পারস্পরিক অবস্থান থেকে দেশের স্বার্থ ও প্রাপ্যটুকু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরবে ইক্যুইটিবিডি এটাই প্রত্যাশা করে।

এ প্রেক্ষাপটে আমাদের পরামর্শ গুলো হলোঃ

- মৌলিক টিকে থাকার প্রশ্নে জাতীয় সমঝোতা
- LDC এবং MVCs (Most Vulnerable Countries) এর সাথে আলাদা Alliance গঠন এবং এর জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো।
- এনজিও ও গনমাধ্যমের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে জলবায়ু সমঝোতার অবস্থানপত্র ও কৌশল ঘোষনা
- পরবর্তী CoP সমুহের জন্য Core Negotiator নির্বাচন ও তাদের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।
- Delegation team যথাম্ভব ছোট ও কার্যকর রাখা।

বিস্তরিত যোগাযোগঃ

মোঃ সামসুদ্দোহা (মোবাইলঃ +৮৮ ০১৭২৯২৫৯৪৯১)
রেজাউল করিম চৌধুরী (মোবাইলঃ +৮৮ ০১৭১১৫২৯৭৯২)

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি)
ewo bs 9/4, †iW bs -2, k¨vgjx XvKv -1207,
†dvb : (+88-02) 8125181, (+88-02) 8154673,
d¨v· (+88-02)9129395, B-‡gBj: info@equitybd.org I‡qe: www.equitybd.org